যুগান্তর

তারিখ 20 JUL 2013
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি

যশোরের চারটি কলেজের দেড় হাজার শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হতে পারেননি

যশোর ব্যুরো

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান কোর্সের প্রথম বর্ষের প্রবর্তিত নতুন পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী যশোরের ৪টি কলেজের দেড় হাজার শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হতে পারেননি। এমনকি দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার সুযোগ থাকছে না তাদের। ফলে এসব শিক্ষার্থীর জীবন থেকে ঝরে গেল একটি বছর। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর আগে দুইয়ের অধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হলেও দ্বিতীয় বর্ষে উত্তীর্ণের সুযোগ ছিল। তবে দু'টি বিষয়ে যারা অকৃতকার্য হয়েছেন, তারা দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছেন। সূত্র মতে, ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান কোর্সে গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর পর থেকে এই সুযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। গত শিক্ষাবর্ষে একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েও বিশেষ বিবেচনায় শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তির সুযোগ পেতেন। কিন্তু এ বছর অনেকের শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। যশোর সরকারি এমএম কলেজ ও সরকারি সিটি কলেজের একাধিক শিক্ষার্থী অভিযোগ করেন, চারটি বিষয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পর দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তির সুযোগ না থাকায় বিষয়টি দুঃখজনক। গত বছর শূন্য দশমিক ৭৫ পয়েন্ট পেয়েও অনেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু এবার ১ দশমিক ৭০ পয়েন্ট পেয়েও বেশিরভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হতে পারেননি। শিক্ষার্থীরা জানান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোতে অনার্স কোর্সের ক্লাস ঠিকমতো হয় না। এছাড়া মাসের পর মাস কেটে যায় সেশনজটে। তারপরও নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নেন। কিন্তু সম্মান কোর্সে পরীক্ষার নতুন পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের জন্য দুঃসংবাদ হয়ে এসেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের উদ্ধৃতি দিয়ে যশোর সরকারি এমএম কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর এমএম ইকবাল হক জানান, এবার আর বিশেষ বিবেচনায় দ্বিতীয় বর্ষে উত্তীর্ণের সুযোগ নেই। অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের উত্তীর্ণের সুযোগ দিলে দ্বিতীয় বর্ষেও ফল বিপর্যয় হতে পারে। এদিকে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ফলে দেখা গেছে, যশোরের ৩টি সরকারি কলেজসহ ৪টি কলেজের ১ হাজার ৫২৬ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হতে পারেননি। এরমধ্যে সরকারি এমএম কলেজের হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, বাংলা, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থ, প্রাণিবিজ্ঞান, গণিত, অর্থনীতি, ইংরেজি, ভূগোল ও পরিবেশ, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানের ৭৮৩ জন শিক্ষার্থী দ্বিতীয় বর্ষে উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছেন। সরকারি সিটি কলেজের সমাজকর্ম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, ইংরেজি, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও বাংলা বিষয়ে ২৭১ জন শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছেন। অপরদিকে সরকারি মহিলা কলেজের বাংলা, অর্থনীতি, ইংরেজি, ভূগোল ও পরিবেশ, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, ইসলাম শিক্ষা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে উত্তীর্ণ হতে পারেননি ১৫২ জন শিক্ষার্থী। এছাড়া যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজের বাংলা, অর্থনীতি, ইসলামী শিক্ষা, ইসলামের ইতিহাস, সমাজকর্ম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনাসহ ৮ বিষয়ে ৩২০ জন শিক্ষার্থীর ভাগ্যেও একই পরিণতি ঘটেছে। সূত্র আরও জানায়, এ বছর উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই ১ থেকে ২টি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছেন। ফলে তাদেরকে মানোন্নয়ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।